দ্বিতীয় অঙ্ক : প্রথম গর্ভাঙ্ক :

আলোচ্য অঙ্কে সভার বাস্তবচিত্র তুলে ধরার জন্য সেকালের সভার নিয়মকানুন, সদস্যদের কথোপকথন, আচার-ব্যবহার, পরনিন্দা, সভায় কোরম হওয়া, সেকেণ্ড করা, বক্তৃতা প্রদান, মদ্যপানের দ্বারা স্ফূর্তি করার চিত্র অঙ্কন করেছেন মধুসূদন। এই অঙ্কে ইংরেজি ভাষার জগাখিচুড়িও বেশ ভালোভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। সভাতে হৈ-হুল্লোড়, খেমটাওয়ালীর ইত্যাদি এক অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এটি দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক হলেও প্রথমাঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের সঙ্গেই এর ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। কেননা, দৃশ্যটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে সিকদার পাড়ার গলিতে জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার সভাকক্ষে। সভার দুই সদস্য নবকুমার ও কালীনাথ তখনও উপস্থিত না থাকায় তাদের চরিত্র সমালোচনা শুরু হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ তাদের গুণগ্রাহী, কেউ বা বিরূপ সমালোচনাকারী। এমন সময় চৈতন, বলাই, শিবু, মহেশরা পানপিপাসায় অস্থির হয়ে সভা শুরু করে দেয়। চৈতনবাবু চেয়ারম্যান হয়ে ব্র্যান্ডি ও তামাক আনয়নের জন্য আদেশ দেন। তারপর খেমটাওয়ালীদের ডাক পড়লে নাচে, গানে, মদ্যপানে সভা মুখর হয়ে ওঠে। গান শেষ হলে নবকুমার ও কালীনাথ প্রবেশ করে দেরী হওয়ার জন্য ক্ষমা চায়। অতঃপর সামান্য বচসার পর নব ও কালীনাথের দৃষ্টি ঘুরে যায় নিতম্বিনী ও পয়োধরীদের দিকে। তাদের নিয়ে রসিকতার সঙ্গে মদ্যপান করে। কালী এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। সে বলে, বৈষ্ণব বাবাজীর চতুর ব্যবহারে সে অবাক হয়েছে। পয়োধরীর এক প্রস্থ নাচ শেষ হলে নবকুমার বক্তৃতা দিতে ওঠে। তার মূল বক্তব্য জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার সৃষ্টি জ্ঞানলাভ ও জ্ঞানবিতরণের জন্য। সভার সকলে হিন্দু সন্তান হওয়া সত্ত্বেও বিলাতি বিদ্যার প্রভাবে তারা সকলে ফ্রি হয়েছে। সামাজিক সংস্কারের মাধ্যমে তারা দেশে নবযুগ আনতে চায়। নারী

স্বাধীনতা, নারীশিক্ষার প্রচলন, জাতিভেদ প্রথা তুলে দিয়ে তারা ভারতবর্ষকে ইংলন্ডের সমতুল্য করতে চায়। নববাবু তার বক্তৃতার শেষে বলে 'জেন্টেলম্যান, ইন দি নেম অব ফ্রীডম, লেট আস্ এঞ্জয় অরসেলভস'। আবার সকলে মদ্যপান করতে থাকে এবং পয়োধরী ও নিতম্বিনীর নৃত্য-গীত পরিবেশিত হয়। অতঃপর সভাসমাপ্তিতে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পালা ও নৈশভোজের টেবিলের দিকে সকলের যাত্রা।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক :

প্রহসনের শেষ দৃশ্যটি অঙ্কিত হয়েছে নবকুমারের শয়নমন্দিরে। নবকুমারের অনুপস্থিতিতে সেখানে আছে নবকুমারের স্ত্রী হরকামিনী এবং তার ভগ্নীরা। প্রসন্নময়ী ও কমলা নিজের ভগ্নী হলেও নৃত্যকালী তার খুড়তুতো ভগ্নী। প্রসন্ন বিবাহিতা হলেও স্বামীগৃহ নির্বাসিতা। নবকুমারের স্ত্রী হরকামিনী স্বামীর মদ্যপান ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক দোষের কথা জানে। মধুসূদন আলোচ্য গর্ভাঙ্কে উনিশ শতকের নারীদের রহস্যালাপ, মনোবেদনা, ক্রীড়াকৌতুক ও অন্তঃপুরচারিণীদের নানা সমস্যা তুলে ধরেছেন। আলোচ্য অঙ্কটি 'একেই কি বলে সভ্যতা?'র চরম পরিণামের দৃশ্য।

দৃশ্যের সূচনায় দেখা যায় প্রসন্ন, নৃত্যকালী, কমলা ও হরকামিনী তাদের আসর বসিয়েছে। তাসখেলায় নানা গোলমাল ও চেঁচামেচিতে নবকুমারের জননী পুত্রবধূ ও কন্যাদের ডাকতে লাগলেন। কিন্তু তারা আবার তাসখেলা শুরু করলে নবকুমারের মাতা গৃহে প্রবেশ করে মেয়েদের কুঁড়েমির জন্য বকাবকি করতে লাগলেন। তাঁর কাছ থেকে জানা গেল, নবকুমার কোনো একটা সভায় গিয়েছে। কমলা জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার উল্লেখ করে মেয়েলি রসিকতা করতে আরম্ভ করে। কেননা কয়েকদিন আগে নবকুমার সভা থেকে এসে মত্ত অবস্থায় ভগ্নীকে চুম্বন করেছিল। এই সব কথাবার্তা যখন চলছে তখন বাইরে মাতাল নবকুমারের আওয়াজ পাওয়া গেল। চাকর বৈদ্যনাথ তাকে কর্তামশায়ের কাছ থেকে আড়াল করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু মদমত্ত নবকুমার শান্ত হওয়ার পরিবর্তে আরও গোলমাল করতে থাকে। নবকুমার 'ওল্ড ফুল' বাবার বিরুদ্ধে কথা বলতে থাকে। এমন সময় হরকামিনী প্রসন্নকে নবর কাছে এগিয়ে দিতে চায়; কিন্তু পূর্ব অভিজ্ঞতা স্মরণ করে সে এগিয়ে যেতে সাহস পায় না। নেশাগ্রস্ত নবকুমার হরকামিনীকে পয়োধরী ভেবে আলিঙ্গন করতে গিয়ে নেশার ঘোরে উল্টে পড়ে। তার পতনে সকলে ভয় পেয়ে চীৎকার করতে থাকলে নবকুমারের মাতা পুত্রের অপ্রকৃতিস্থ মূর্তিতে হতচকিত হয়ে যান। কর্তা নবকুমারকে 'কুলাঙ্গার', 'নরাধম' বলে গালি দিতে থাকলে গৃহিণী রুষ্ট হন। নবকুমার আরও মদ আনার জন্য চীৎকার করতে থাকলে গৃহিণী বিস্মিত হন। কর্তা কলকাতা ত্যাগ করে বৃন্দাবনে যাত্রা করার কথা ঘোষণা করেন। নবকুমার বলে ওঠে, 'আই সেকেণ্ড দি রেজোলুসন'। প্রহসনটি সমাপ্ত হয় হরকামিনীর বেদনাময় উক্তিতে। তার উক্তি থেকে জানা যায় যে, এ সমস্যা শুধু তার একার নয়। কলকাতার ঘরে ঘরে এ জাতীয় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। শত শত নবকুমারের আবির্ভাব হয়েছে। হরকামিনীর সংলাপই প্রহসনের মূলকথা—'হা আমার পোড়া কপাল। মদ্ মাস খেয়্যে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়? — একেই কি বলে সভ্যতা?'